চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৪.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিকের অনুমতি ছাড়া রাস্তা কাটা যাবে না : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

ওয়াসার ঠিকাদাররা অনুমতি ছাড়া রাস্তা কেটে জনভোগান্তি সৃষ্টি করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে চসিকের বিভাগীয় সমন্বয় সভায় সভায় তিনি এ কথা বলেন।মেয়র ওয়াসার কারণে সৃষ্ট নগরীর দুর্ভোগ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “ওয়াসা সমন্বয়হীনভাবে রাস্তা কাটছে। এতে কোটি কোটি টাকার উন্নয়নকাজ নষ্ট হচ্ছে এবং জনগণের কষ্ট বাড়ছে। কোন সড়ক টেন্ডারের আওতায় আছে বা নতুন করে নির্মাণ হবে, তার তালিকা আমরা দেব। সেই সড়কগুলোতে কোনোভাবেই কাটাকাটি করা যাবে না। অনুমতি ছাড়া রাস্তা কাটলে চসিক তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেবে। সড়কে খনন করলে ওয়াসাকে প্রতিটি সড়ক হস্তান্তরের আগে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে হবে—কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে এবং সংস্কারে আসল খরচ কত লাগবে। অন্যথায় একতরফাভাবে দায়ভার নেবে না চসিক।মেয়র আরো বলেন, ওয়াসার স্যুয়ারেজ প্রকল্পের কাজের কারণে নগরীতে যে জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে, তা আমরাও লক্ষ্য করছি। ওয়াসার পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, তারা ৯৩ কিলোমিটার সড়ক কেটেছে এবং এর মধ্যে ৪৮ কিলোমিটার সড়ক খননেনর পর সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করেছে। এজন্য সংস্কারের ব্যয় বাবদ চসিককে ৮২ কোটি টাকাও দেওয়া হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন সংস্কার করছে না। কিন্তু তারা যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে তার ২ থেকে ৩ গুণ খরচ করে সিটি কর্পোরেশন থেকে সড়ক সংস্কারে কাজ করতে হয়। অনেক জায়গায় আমরা নতুন রাস্তা শেষ করার পরই ওয়াসা আবার সেখানে খনন কাজ শুরু করেছে। এতে জনগণের কষ্ট বাড়ছে, আর কোটি কোটি টাকার উন্নয়নকাজ নষ্ট হচ্ছে।প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশনা দিয়ে মেয়র বলেন, গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর ভাঙা রাস্তা ও গর্তগুলো দ্রুত প্যাচওয়ার্কের মাধ্যমে সংস্কার করতে হবে। চলমান উন্নয়নকাজও দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদ দেন তিনি। সেইসাথে প্রতিটি রাস্তার সঙ্গে কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন, যাতে জলবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব আবারও বেড়েছে। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে চসিক পরিচ্ছন্ন বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগকে আরও সক্রিয় হতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে মেডিকেল অফিসার ও প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে সচেতনতামূলক ও চিকিৎসা কার্যক্রম চালাতে হবে। সভায় ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. শরফুল ইসলাম মাহি জানান, ডেঙ্গু মোকাবিলায় নতুন একটি ঔষধ বিটিআই অনুমোদন পেলে মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যক্রম শুরু হবে।রাজস্ব আদায় বাড়ানোর ওপর জোর রাজস্ব বিভাগকে উদ্দেশ্য করে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে যারা ব্যবসা করবে তাদের অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। কোনো অজুহাতে ছাড় দেওয়া হবে না। যেখানে চট্টগ্রাম নগরীতে ৪ থেকে ৫ লক্ষ ট্রেড লাইসেন্স থাকার কথা, সেখানে বর্তমানে আছে মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজারের মতো। মেয়র আরও বলেন, বাইরে থেকে দৃশ্যমান প্রতিটি সাইনবোর্ডের জন্য নির্ধারিত কর পরিশোধ করতে হবে। একইভাবে বড় বড় ডিফল্টাররা বছরের পর বছর হোল্ডিং ট্যাক্স দেয় না। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হয়, সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দেন মেয়র। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, জন্মসনদ বা অন্যান্য সেবার সঙ্গে হোল্ডিং ট্যাক্সকে জড়িয়ে দেওয়া যাবে না। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনে ‘রাজস্ব সপ্তাহ’ চালু করা হবে। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবসায়ীরা কর পরিশোধ করবেন। তবে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হবে।তিনি জানান, শীঘ্রই চট্টগ্রাম বাসীর জন্য ‘আমার চট্টগ্রাম’ নামে একটি অ্যাপস চালু করা হবে। এই অ্যাপস মাধ্যমে নাগরিকরা যেকোন সময় কোথায় ময়লা পড়ে আছে ছবি তুলে ময়লার অবস্থান জানাতে পারবেন। এতে করে আমাদেরও পরিস্কার কার্যক্রম সচল রাখতে সুবিধা হবে। একইসাথে কোথায় সড়ক গর্ত আছে, কোথায় কি সমস্যা রয়েছে তা ছবি তুলে সাথে সাথে আমাদের মাঝে পাঠাতে পারবেন।মেয়র আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের চসিকের রাজস্ব আদায় ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম তদারকিতে আরো তৎপর হওয়ার আহবান জানান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মো. ইমাম হোসেন রানা, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা রক্তিম চৌধুরী, প্রণয় চাকমা, মৌমিতা দাশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতি সর্ববিদ্যা, মো: জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, জসিম উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী ফারজানা মুক্তা, আশিকুল ইসলাম, আনোয়ার জাহান, রিফাতুল করিম, তাসমিয়া তাহসিন, নাসির উদ্দিন রিফাত, মাহমুদ শাফকাত আমিন, শাফকাত বিন আমিন, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মাসহ কর্মচারীবৃন্দ।

শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে চসিকের মতবিনিময় সভা রোববার নগরীর টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।মতবিনিময় সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসবকে ঘিরে যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। পূজামন্ডপগুলোতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ যেসব বিষয়ে চসিকের দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো শতভাগ নিশ্চিত করা হবে। ধর্মীয় উৎসব সব সম্প্রদায়ের জন্য আনন্দের বিষয়, তাই সবাইকে মিলেমিশে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম মহানগর একটি বহুধর্মী নগরী। এখানে সব ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেন। সিটি কর্পোরেশন সবসময় আন্তরিকভাবে কাজ করছে যাতে সবাই নির্বিঘ্নে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন। নগরীর পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে শৃঙ্খলা—সব ক্ষেত্রেই আমরা আপনাদের পাশে থাকব। মেয়র আরো বলেন, পূজার সময় নগরীর প্রধান প্রধান রাস্তাঘাট ও পূজা মন্ডপ এলাকায় আলোকসজ্জা করতে হবে। এতে উৎসবের আমেজ বাড়বে এবং মানুষের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে এবং যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।শুধু নিরাপত্তাই নয়, পরিবেশকে সুন্দর ও মনোরম রাখার বিষয়েও যত্নবান হতে হবে। পূজা মন্ডপগুলোতে সবুজায়নের জন্য টবসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রাখতে হবে। এতে মন্ডপগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশও হবে নির্মল।পূজার সময়ে প্রতিটি মন্ডপে প্রচুর মানুষ সমাগম ঘটে, ফলে প্রচুর ময়লাও সৃষ্টি হয়। তাই প্রতিটি মন্ডপের সামনে ময়লার ঝুড়ি রাখতে হবে, যাতে আগতরা নির্দিষ্ট ঝুড়িতেই ময়লা ফেলতে পারেন। এতে করে চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়ানো যাবে। আমি বিশ্বাস করি, সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতার মাধ্যমে এবারের দুর্গোৎসব হবে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং আনন্দঘন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বদা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক অর্পন কান্তি ব্যানার্জি, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিখিল কুমার নাথ, সাবেক সভাপতি সাধন ধর, সহ সভাপতি অরুপ রতন চক্রবর্তী, সাংবাদিক প্রদীপ শীল, বিপ্লব চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক এড,নটু চৌধুরী, বিপ্লব সেন, প্রিয়তোষ ঘোষ রতন,এড,শ্যমল চৌধুরী, রাশেল দত্ত, অয়ন ধর, থানা কমিটির পক্ষে লিটন শীল, জুয়েল দাশ রানা, উজ্জল দেওয়ানজী, অশোক দত্ত, রতন চৌধুরী, দেবাশীষ চৌধুরী , প্রদীপ সেন, দীপক দাশ, শিবু চৌধুরী, ঝুন্ট চৌধুরী, মিথুন সরকার, নান্টু দেবনাথ, সমীরন দাশ, রাজীব নন্দী বাবু, লিটন দাশ ইফতি, সাজু চৌধুরী, উত্তম মহাজন নব, সুজন শীল, সুজন মহাজন, বাবলু দেবনাথ, রাজিব ধর তমাল, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটি, উজ্জ্বল বরণ বিশ্বাস, বেসরকারি কারা পরিদর্শক সৌরভ প্রিয় পাল, বাপ্পি দে, সুকান্ত তালুকদার, বাবলু দেবনাথ, মোহন সেনগুপ্ত, নারায়ন দে, সুকান্ত মজুমদার।

চট্টগ্রাম মহানগর মহিলাদলের আলোচনা সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন
মহিলাদের জন্য ১০০ আসনে সরাসরি ভোটের প্রস্তাব চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেনের

সংসদ সদস্য পদে মহিলারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ১০০টি সংসদীয় আসনের প্রস্তাব করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন। মহিলারা কারও দয়ায় নয়, সরাসরি ভোটে জিতে সংসদে যাবে- এ মন্তব্যও করেছেন তিনি।রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কাজীর দেউরী নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ের মাঠে জাতীয়তাবাদী মহিলাদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সংস্কার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজকে সংস্কারের কথা হচ্ছে। সেদিন একটি দৈনিক পত্রিকার সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় আমি স্পষ্ট বলেছি, মহিলারা অত্যন্ত অবহেলিত। মহিলাদের যদি সিটি করপোরেশনে তিনজন কাউন্সিলরের বিপরীতে একজন করে কাউন্সিলর হতে পারে সরাসরি ভোটে, তাহলে অবশ্যই তিনজন এমপির সঙ্গে একজন মহিলা এমপি অবশ্যই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে যেতে পারে। তাহলে আমরা ১০০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্য পাবো। আমি চাই, মহিলারা কারো কোনো দয়ায় নয়, তারা সরাসরি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে। এতে তাদের মর্যাদা বাড়বে, সংসদে কথা বলার একটা সুযোগ তৈরি হবে।তিনি বলেন, আমরা জানি, আট কোটি মানুষের জন্য ছিল ৩০০টি সংসদীয় আসন। এখন প্রায় ১৮ কোটি মানুষ হয়ে গেছে, এখনও সংসদীয় আসন ৩০০টা। আমি বলছি, মহিলাদের জন্য যদি ১০০টা সংসদীয় আসন করা যায়, আমাদের নেতা দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফায় বলেছেন যে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের কথা, সেখানে উচ্চকক্ষ থাকবে, উচ্চকক্ষে দেশের স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবীদের আমরা স্থান দিতে পারবো। তাহলে দেখা যাবে, পুরো সংসদে একটা ব্যালেন্স হবে এবং তাতে করে পুরো মতামত সেখানে প্রতিফলিত হবে। দেশ গড়তে মহিলাদের কথা শুনতে হবে মন্তব্য করে মেয়র বলেন, গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পতনের পর আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই নতুন বাংলাদেশে আমাদের ভাবতে হবে মহিলারা কী চায়, আমাদের ঘরে আমাদের মায়েরা কী চায়, সবার কথা আমাদের শুনতে হবে। রাজনীতিটা হচ্ছে মানুষের জন্য, মানুষের উন্নয়নের জন্য, শুধু নিজের উন্নয়নের জন্য নয়।আমি মহিলা দলের নেত্রীদের বলব, আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়ান, গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের পাশে, অসহায় মহিলাদের পাশে দাঁড়ান। আপনারা তারেক রহমানের ৩১ দফা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। এই ৩১ দফাই আগামীর বাংলাদেশ গড়ার মূল সনদ। এটা যদি আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি, তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধানের শীষ ইনশাল্লাহ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে বিএনপি এদেশে সরকার গঠন করবে। চাঁদাবাজদের দলে জায়গা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, আমাদের গঠনমুলক রাজনীতি করতে হবে।

চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী, যারা জুলাই আগস্টের অভ্যুত্থানের পরে দলে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে যেতে হবে। তাদের কোনোভাবে পাত্তা দেওয়া যাবে না, কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে না। আমরা ১৬-১৭ বছর ধরে রাজপথে থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কিন্তু যারা ৫ আগস্টের পরে এসেছে বা আসবে, ভেবেছে এখন অনেক হালুয়া রুটি পাওয়া যাবে, সেগুলো খাবে, তাদের কোনোভাবেই পাত্তা দেওয়া যাবে না। তারা আমাদের ত্যাগী নেতাকর্মীদের পেছনে থাকবে, কোনোভাবেই সামনের সারিতে আসতে পারবে না। আমরা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভিশন টুয়েন্টি থার্টি আর তারেক রহমানের ৩১ দফা নিয়ে এগিয়ে যাব, ইনশাল্লাহ আমাদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।এতে প্রধান বক্তার বক্তব্যে আবুল হাশেম বক্কর বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নারী সমাজের উন্নয়নে মহিলাদলকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দলের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের নারী সমাজকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মহিলাদল দেশ, দেশের মানুষের উন্নয়ন, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম মহানগর মহিলাদলের সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর মনোয়ারা বেগম মনির সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফাতেমা কাজলের পরিচালনায় এতে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিন জেলা মহিলা দলের সভাপতি জান্নাতুল নাঈম রিকু। বক্তব্য রাখেন মহানগর মহিলা দলের সিনিয়র সহ সভাপতি সকিনা বেগম, সহ সভাপতি সাহিদা বেগম মালা, মারিয়া সেলিম, রেজিয়া বেগম মুন্নি, রেনুকা বেগম, জুলেখা বেগম জুলি, যুগ্ম সম্পাদক রোকেয়া বেগম রাকু, সামছুন নাহার প্রেমা, সায়রা বেগম, কামরুন নেছা, মনোয়ারা বাবুল, রোখসানা বেগম মাধু, কোষাধক্ষ নাছিমা আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবা সুলতানা, আসমা বেগম, ফরিদা আকতার, থানা কমিটির নেত্রী আলতাজ বেগম, বৃষ্টি আকতার, সুলতানা বেগম, নাজমা বেগম, শামছুন নাহার, সানজিদা ইসলাম প্রমুখ।

মোবাইল কোর্টে বাকলিয়ায় দেড় লক্ষ টাকার গৃহকর আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) কর অঞ্চল-২ এর অধীনে ১৮ নং বাকলিয়া ওয়ার্ডের কালামিয়া বাজার সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় আজ রোববার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বকেয়া গৃহ কর বাবদ দেড় লক্ষ টাকা নগদ আদায় করেন চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রণয় চাকমা।অভিযানকালে কর কর্মকর্তা, উপ-কর কর্মকর্তা ও বাকলিয়া থানা পুলিশ উপস্থিত থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮